ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির বৈঠকে আলোচনার প্রেক্ষিতে **মুহাম্মদ নওশাদ জমির - এর (সংসদ সদস্য ১, পঞ্চগড়-১)** জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ সম্পর্কিত লিখিত বক্তব্য।

বক্তব্য: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ — উত্থাপিত আপত্তির জবাবে

সম্মানিত সভাপতি, কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

১। **একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে যে: যদি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ Lapse করতে দেওয়া হয়, তাহলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া বা পরিণতি হতে পারে।** সেই প্রসঙ্গে আমি শেষে বিস্তারিত বলব। শুরুতে আইন মন্ত্রণালয় যে আপত্তি সমূহ উপস্থাপন করেছে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যে আপত্তিগুলোর সঙ্গে আমি একমত

দুটি আপত্তিতে আমার কোনো দ্বিমত নেই।

২। **প্রথমটি ধারা ২৬(১) নিয়ে** — কমিশন যে "প্রয়োজনীয় আদেশ" দিতে পারবে, সেই আদেশের ধরন আইনে সুনির্দিষ্ট করা উচিত। বলা যেতে পারে যে কমিশনের আদেশ দেওয়ানি আদালতের প্রতিকার দেবার যে ক্ষমতা সে ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এটি সহজেই সংশোধনযোগ্য এবং আমি এর পক্ষে।

৩। **দ্বিতীয়টি ধারা ২৬(৩) নিয়ে** - প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ব্যক্তিগত দায়ের বিধান নিয়ে। এই আপত্তিটির ব্যাপারে আমি একমত। প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করাই যথেষ্ট, কারণ প্রতিষ্ঠান দায়ী হলে তার নেতৃত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই দায়ের আওতায় আসেন। আলাদা করে ব্যক্তিগত দায়ের বিধান না রাখলেও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকে।

যে আপত্তিগুলোর সঙ্গে আমি একমত নই

প্রথমত: ধারা ৩(২) — কমিশনকে লেজিসলেটিভ বিভাগের অধীনে রাখার প্রস্তাব

৪। আইন মন্ত্রণালয়েরআপত্তিটি বলেছে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোনো মন্ত্রণালয়ের আওতায় নেই — এটি একটি বড় অসঙ্গতি। এবং প্রস্তাব করা হয়েছে, কমিশনকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে প্রশাসনিকভাবে যুক্ত করতে হবে।

এই প্রস্তাবটি মানবাধিকার কমিশনের মূল নীতির বিরুদ্ধে। একটি National Human Rights Commission (NHRC) - এর কাজ হলো রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান করা। সেই সংস্থা যদি একটি সরকারি বিভাগের আওতায় থাকে, তাহলে সে কার্যত সরকারি বিভাগ হয়ে যায়। সরকারি বিভাগ সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারে না, অন্তত বিশ্বাসযোগ্যভাবে পারে না। এই কারণেই বিশ্বের কোথাও Global Alliance Network For National Human Rights Institutions (GANHRI)

মানদণ্ডে Status - A মানবাধিকার কমিশন সমূহ সরকারি বিভাগের অধীনে থাকে না। এটি NHRC-এর আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের মৌলিক শর্ত।

দ্বিতীয়ত: ধারা ৭ — বাছাই কমিটিতে আরও বেশি নির্বাহী প্রতিনিধির দাবি

৫। আপত্তিটি বলেছে, বাছাই কমিটিতে আরও সরকারি প্রতিনিধি যুক্ত করতে হবে।

এই দাবির প্রেক্ষিতে কমিটিকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ইতোমধ্যেই বাছাই কমিটিতে আছে। এই উপস্থিতি প্যারিস প্রিন্সিপালসের (Principles relating to the Status of National Institutions) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং GANHRI এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলবে বলে আমি আশঙ্কা করি। বাছাই কমিটির দুটি সদস্যপদ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত এবং দুইজন এমপি'ও আছেন, যার মধ্যে একজন সরকার দলীয় এমপি। বাংলাদেশের সাংবিধানিক বাস্তবতায় রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন মানে কার্যত নির্বাহী মনোনয়ন। **তার মানে আট সদস্যের কমিটিতে ইতোমধ্যে কমপক্ষে চারজন নির্বাহী-ঘনিষ্ঠ।** আরও বেশি নির্বাহী প্রতিনিধি যুক্ত করা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই না, তখন কমিশনারদের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে এবং কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা শুরু থেকেই ক্ষুণ্ন হবে।

তৃতীয়ত: ধারা ৮ — প্রতিটি পদে দুটি নাম প্রস্তাবের দাবি

৬। আপত্তিটি বলেছে, বাছাই কমিটি প্রতিটি পদের বিপরীতে একটির পরিবর্তে দুটি নাম প্রস্তাব করুক।

এই দাবির যুক্তিটি অস্পষ্ট। আট সদস্যের একটি বাছাই কমিটি পাঁচটি পদের জন্য নাম বাছাই করবে। যদি প্রতিটি পদে দুটি করে নাম দেওয়া হয়, তাহলে অযথা দশটি নামের তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। এর ফলে বাছাই কমিটির কাজ নামসর্বস্ব হয়ে পড়বে। এটি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দুর্বল করবে, কারণ রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে বাধ্য।

চতুর্থত: ধারা ১৩ — নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্তে সরকারের পূর্বানুমতির দাবি

৭। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ (ধারা ১৩) এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ ২০২৫ (ধারা ১৩(৯)) দুটোর ক্ষেত্রেই একই আপত্তি তোলা হয়েছে যে নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ খতিয়ে দেখার আগে সরকারের অনুমতি নেয়ার বিধান নেই।

গত পনেরো বছরে গুম, নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার প্রায় সকল অভিযোগ নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে। যদি এই বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে তদন্তের আগে সরকারের অনুমতি লাগে, তাহলে কমিশনের কার্যকারিতা থাকে না। **A watchdog that must ask the permission of the institution it is watching before it can investigate is not a watchdog.** It is a shield for that institution.

৮। এই প্রশ্নে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখুন। নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, ঘানা, কলম্বিয়া — এই প্রতিটি দেশ নিরাপত্তা বাহিনীর দীর্ঘ নির্যাতনের ইতিহাস বহন করে এবং প্রতিটি দেশ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ নিরাপত্তা বাহিনীকে NHRC-এর এখতিয়ারের আওতায় রাখা হয়েছে। কারণ নতুন সরকারগুলো বুঝেছিল যে সরকারি প্রশাসনের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ (Civilian Control over Security Forces) সরকারের নিজের স্বার্থেই জরুরী। এই সবগুলো দেশ আজ Status - A তে আছে। বাংলাদেশও সেই পথে যেতে পারে যদি এই অধ্যাদেশ অক্ষুণ্ণ থাকে।

৯। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পূর্বে সংঘটিত সকল গুমের এখতিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আছে। **বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের যে প্রস্তাবিত এখতিয়ার সেটি কেবল ভবিষ্যতে সংঘটিত অপরাধের নিমিত্তে।** আমি বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আর কোনো গুমের ঘটনা ঘটবে না এবং এ ব্যাপারে আমরা সরকারি দল হিসেবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজেই মানবাধিকার কমিশনের গুমের তদন্তকরার এখতিয়ারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না বরং এ সকল আপত্তি উল্লেখ করে আইনটিকে Lapse করতে দিলে তা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমাদের সরকারের একদিকে যেমন ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করবে অন্যদিকে গুমের ব্যাপারে সরকারের কঠোর অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

পঞ্চমত: ধারা ১৬ — আদালতের বদলে সরকারের অনুমতিতে গ্রেফতারের দাবি

১০। এই আপত্তিটি বিস্ময়কর। ধারা ১৬ ইতিমধ্যেই বলেছে, কোনো সরকারি কর্মচারী বা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যকে গ্রেফতার করতে হলে সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইবুনালের পূর্বানুমতি লাগবে। আপত্তি বলেছে, আদালতের পরিবর্তে সরকারের অনুমতি লাগাতে হবে।

এটি একটি বিচারিক ক্ষমতাকে নির্বাহী ক্ষমতায় রূপান্তর করার প্রস্তাব। আদালত স্বাধীনভাবে যা আদেশ দিতে পারে, সেটার জন্যও সরকারের অনুমোদন লাগবে — এই যুক্তিটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। কমিটি যদি এই আপত্তি মেনে নেয়, তাহলে কার্যত বলা হবে যে বিচারক আদেশ দিতে পারবেন না যদি সরকার না চায়। এটি আমরা সজ্ঞানে কিভাবে আইনে লিপিবদ্ধ করব?

অধ্যাদেশ Lapse হলে কী হবে

১১। এবার সেই প্রশ্নে আসি যেটা এই কমিটিকে সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। প্রস্তাব করা হয়েছে যে অধ্যাদেশটি Lapse করতে দেওয়া হোক এবং পরে সংশোধনসহ নতুন আইন করা হোক। এই প্রস্তাবটি দেখতে যতটা নিরীহ, বাস্তবে ততটা নয়।

১২। ***প্রথমত,*** **গুম আইনের সঙ্গে আইনগত সংকট তৈরি হবে।** ২০২৫ সালের গুম অধ্যাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দিয়েছে। সেই ক্ষমতার আইনি ভিত্তি ২০২৫ সালের NHRC অধ্যাদেশ। NHRC অধ্যাদেশ

Lapse হলে গুম অপরাধের জন্য কোন মানবাধিকার ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এই আইনি শূন্যতা যে কোন সরকারের জন্য বিপদজ্জনক এবং আমাদের নতুন সরকারের সদিচ্ছাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

১৩। ***দ্বিতীয়ত,* দুটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘিত হবে।** বাংলাদেশ Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) - এ স্বাক্ষর করেছে। এই প্রটোকল রাষ্ট্রপক্ষকে একটি জাতীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (National Preventive Mechanism) স্থাপন করতে বাধ্য করে; এমন একটি সংস্থা যা আটক কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করবে। ২০২৫ সালের NHRC অধ্যাদেশের ধারা ৩০ক সেই ন্যাশনাল প্রিভেনটিভ মেকানিজম বিভাগটি NHRC-এর অধীনে প্রতিষ্ঠা করেছে। অধ্যাদেশ Lapse হলে এই বিভাগটির আইনি ভিত্তি থাকবে না। বাংলাদেশ তখন OPCAT-এর অধীনে তার আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হবে। এই সরকার গত পনেরো বছরের নির্যাতন ও আটকের বিরুদ্ধে জনমানুষের রায় নিয়ে এসেছে। সেই রায়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য OPCAT কার্যকর রাখা অপরিহার্য।

১৪। এছাড়াও বাংলাদেশ Enforced Disappearance Convention (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) - এ স্বাক্ষর করেছে। সেই কনভেনশন বলেছে, গুম প্রতিরোধের জন্য একটি স্বাধীন জাতীয় কাঠামো থাকতে হবে। NHRC সেই কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু। যে পরিবারগুলো তাদের স্বজনদের ফিরে পায়নি, যারা এই সরকারকে ভোট দিয়েছেন পরিবর্তনের প্রত্যাশায় — তাদের প্রতি এই প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে। Lapse হলে এখানেও সমস্যা সৃষ্টি হবে।

১৫। ***তৃতীয়ত,* GANHRI Status - A এর পথ বন্ধ হয়ে যাবে।** দক্ষিণ এশিয়ায় কেবল বাংলাদেশ আর মালদ্বীপ Status - B তে রয়ে গেছে, অর্থাৎ সর্বনিম্ন স্তরে রয়ে গিয়েছে। এটি গত পনেরো বছর ধরে চলছে। ২০২৫ সালের NHRC অধ্যাদেশটি অবশেষে সেই দুর্বলতাগুলো সরাসরি সংশোধন করেছে যা অক্ষুণ্ণ থাকলে, প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ Status A-র পথে যেতে পারে। এটি বাংলাদেশ এবং নতুন সরকার উভয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন হবে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের অবস্থান: মূল বক্তব্য

১৬। NHRC এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই গভীরভাবে পর্যবেক্ষিত হচ্ছে। সংসদ এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার ওপরই নতুন বাংলাদেশ তার সংস্কারের অঙ্গীকারকে প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতায় রূপ দিতে প্রস্তুত কি না তার একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন নির্ভর করবে।

বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১৭। NHRC এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশগুলো এখন কোনো বিচ্ছিন্ন নীতিগত প্রশ্ন নয়। এগুলো ইতিমধ্যেই জাতিসংঘ, বিদেশি মিশন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, দেশীয় সুশীল সমাজ এবং ভুক্তভোগী গোষ্ঠীগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। **ফলে সংসদ এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবে, তা তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিগোচর হবে এবং একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের (অর্থাৎ খসড়া অধ্যাদেশের) আলোকে মূল্যায়িত হবে।**

১৮। ১১ মার্চ ২০২৬-এ জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরসহ কানাডা, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূতরা NHRC অধ্যাদেশ ও এর পরামর্শভিত্তিক প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানান এবং এটিকে কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর একটি হিসেবে ব্যক্ত করেন। এর পরদিন, ১২ মার্চে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটসসহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে NHRC ও গুম-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ অনুমোদনের আহ্বান জানায়।

১৯। দেশীয় পর্যায়েও বার্তা স্পষ্ট। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যসহ বিশিষ্ট নাগরিকগণ অধ্যাদেশগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় পাস করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভুক্তভোগীরাও একই দাবি তুলেছেন। তাদের পরিষ্কার সতর্কবার্তা ছিল: কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হলে সেটি আবারও প্রতিষ্ঠানটিকে অতীতের দুর্বল অবস্থায় ফিরিয়ে নিবে।

সুতরাং, আলোচনা এখন আর এই অধ্যাদেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ কি না, সেই প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নেই। প্রশ্ন হলো, এগুলো নিয়ে সরকারের অবস্থান কী এবং তা থেকে সরকার কী বার্তা দিতে চায়।

এই অধ্যাদেশগুলো অপরিবর্তিত পাস করলে সরকার কী অর্জন করবে?

২০। তাৎক্ষণিক অর্জন হলো Status - A পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অগ্রগতি। বাংলাদেশের NHRC Status - B তে আছে, যা প্যারিস প্রিন্সিপলসের সঙ্গে আংশিক সামঞ্জস্যকে নির্দেশ করে। Status - A পূর্ণ সামঞ্জস্য বোঝায় এবং এর সঙ্গে জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আরও শক্তিশালী অংশগ্রহণের সুযোগসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার অঙ্গনে উচ্চতর মর্যাদাও যুক্ত থাকে।

২১। **বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ দৃষ্টিকটুভাবে ব্যতিক্রম।** ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা সবাই Status - A তে আছে। দক্ষিণ এশিয়ায় কেবল বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ এখনো Status - B তে রয়েছে।

২২। বাংলাদেশ Status B-তে আটকে আছে কারণ ২০০৯-এর আইনি কাঠামো প্যারিস প্রিন্সিপলসের কয়েকটি মৌলিক শর্ত, বিশেষত নিয়োগপ্রক্রিয়া, স্বাধীনতা ও ম্যান্ডেট, সঠিকভাবে পূরণ করতে পারেনি। NHRC অধ্যাদেশ সেই দুর্বলতাগুলো সমাধান করে। এটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাস হলে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো Status A অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ভিত্তি পাবে, যা একটি সুনির্দিষ্ট এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অর্জন।

২৩। **এর রাজনৈতিক তাৎপর্যও আছে।** বর্তমান সরকার চাইলে সংসদের প্রথম মাসেই বাংলাদেশকে Status A- এর পথে এগিয়ে নিতে পারে। এটি এমন একটি তাৎক্ষণিক প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন, যার বিশ্বাসযোগ্যতাও উচ্চ। এছাড়াও

এই অধ্যাদেশগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় পাস করা মানবাধিকারের বিষয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেবে যার ফলে দেশে ও বিদেশে সরকারের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।

এই অধ্যাদেশগুলো দুর্বল করলে সরকার কী ঝুঁকিতে পড়বে?

২৪। **অধ্যাদেশগুলোতে পরিবর্তন আনা হলে তা নিছক কোনো technical issue হিসেবে দেখা হবে না; বরং তা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে retreat হিসেবে বিবেচিত হবে।** তার কারণ দেশে ও বিদেশে ইতিমধ্যে বর্তমান অধ্যাদেশগুলোকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানানো হয়েছে। ফলে যেকোনো দৃশ্যমান দুর্বলতা সবার চোখে দ্রুতই ধরা পড়বে। এটিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা এবং ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার থেকে সরে আসা হিসেবে প্রতীয়মান হওয়ার যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে।

২৫। নতুন বাংলাদেশের বৃহত্তর বিশ্বাসযোগ্যতাও এখন গঠিত হচ্ছে। এ সময়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব বহন করে, কারণ সেগুলো ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হবে। ফলে অধ্যাদেশগুলো দুর্বল করাতে এমন অংশীজনদের আস্থাও ক্ষুণ্ণ হতে পারে, যারা বাংলাদেশের এই ট্রানজিশনাল মুহূর্তটাকে এখনো ইতিবাচকভাবে দেখতে আগ্রহী।

২৬। **কৌশলগত দিক থেকেও অধ্যাদেশগুলো দুর্বল করে সরকারের লাভ খুবই কম।** এতে একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় সমালোচনার ঝুঁকি আছে, অন্যদিকে একটি স্পষ্ট সুনাম অর্জনের সুযোগও হাতছাড়া হবে। অধ্যাদেশগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় পাস করলে সরকার কোনো বাস্তব রাজনৈতিক বা আর্থিক বোঝা না বাড়িয়েই একটি দৃশ্যমান অর্জন নিশ্চিত করতে পারে।

কেন এই অধ্যাদেশগুলো অপরিবর্তিত রাখা উচিত?

২৭। এই অধ্যাদেশগুলো দীর্ঘ আইনি ও পরামর্শভিত্তিক প্রক্রিয়ার ফল। **NHRC Ordinance প্রণয়নের সময় ৬০০-এরও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীর একটি বিস্তৃত কনসালটেশনের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে।** যেহেতু ব্যাপক অংশিদারিত্ব ইতিমধ্যেই আছে, এখন হঠাৎ বিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তন করাকে প্রক্রিয়াগত উন্নতি হিসেবে দেখানো কঠিন হবে।

২৮। গুম সংক্রান্ত অধ্যাদেশটিও বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে। এই কাঠামোর অধীনে NHRC-কে দায়িত্ব দিলে কমিশন অতিরিক্ত চাপের মুখে পড়বে এমন উদ্বেগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অধ্যাদেশের বিধানই এই আশঙ্কাকে সমর্থন করে না। NHRC-এর ভূমিকা প্রযোজ্য হবে শুধু সেই সব ভবিষ্যৎ অভিযোগে, যেগুলো আইন কার্যকর হওয়ার পর উদ্ভূত হবে। পূর্বের অভিযোগগুলো, অর্থাৎ কার্যত সব বিদ্যমান গুমের মামলা, বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ICT-এর কাছেই থাকবে। সরকার যেহেতু নীতিগতভাবে গুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, ভবিষ্যতে গুমের অভিযোগ যথেষ্ট সীমিত থাকবে অথবা থাকবে না। অতএব কমিশনের ওপরের অতিরিক্ত চাপের প্রশ্নই আসে না।

২৯। তবে স্বাধীন কমিশন থেকে সরিয়ে ভবিষ্যৎ গুমের অভিযোগ অন্য কোথাও দাখিলের পন্থা করলে, স্বাধীন নজরদারি কমবে এবং অতীতের দায়মুক্তির কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো আবারও ফিরে আসার ঝুঁকি তৈরি হবে। এতে সুরক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে যাবে। অতএব প্রকৃত ঝুঁকি আসছে NHRC-এর ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখা নয়, বরং তা দুর্বল করা। **এই মুহূর্তে অধ্যাদেশটি দুর্বল করা বা Lapse হতে দেওয়া শুধু একটি আইনগত পদক্ষেপ নয়। এটি একটি সংকেত। দেশে ও বিদেশে সকলে সেই সংকেতটি পড়বে।**

৩০। সুপারিশকৃত পরিবর্তনগুলি একটি কার্যকর মানবাধিকার কমিশন তৈরি করবে না। এগুলো একটি নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে — যেটা আগের পনেরো বছরে ছিল। এবং এই মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় NHRC মানে শুধু আন্তর্জাতিক সমালোচনা নয়। এর মানে OPCAT-এর বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন। এর মানে এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স কনভেনশনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, এবং এর মানে Status A - এর পথ আবারও বন্ধ।

NHRC কি তদারকিহীন থাকবে?

৩১। একটি উদ্বেগ উঠেছে যে NHRC-কে মন্ত্রণালয়ের অধীনে না রাখলে তদারকি থাকবে না। অধ্যাদেশের বিধানগুলো এই দাবিকে সমর্থন করে না। ২০২৫-এর অধ্যাদেশ তদারকির চারটি স্বতন্ত্র স্তর প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রথম স্তর — নির্বাহী ও রাষ্ট্রপতির তদারকি

৩২। ধারা ৬(১) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারদের নিয়োগ দেন। ধারা ৯(২) অনুযায়ী পাঁচটি নির্দিষ্ট কারণে রাষ্ট্রপতি সরাসরি অপসারণ করতে পারেন। ধারা ৪০ অনুযায়ী কমিশনের সকল বিধিমালা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রণীত হয়। ধারা ২৪(১) অনুযায়ী প্রতি বছর ৩১ মার্চের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হয়।

দ্বিতীয় স্তর — বিচারিক তদারকি

৩৩। ধারা ২৪(১)-এ প্রধান বিচারপতিও বার্ষিক প্রতিবেদন পান — এটি বিচার বিভাগের প্রধানকে সাংবিধানিক তত্ত্বাবধানের কাঠামোর মধ্যে রাখে। ধারা ৯(১) বলেছে, সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক যে পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন, সেই পদ্ধতি ছাড়া চেয়ারপার্সন বা কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে না। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কমিশনারদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করবে। ধারা ২৭ অনুযায়ী আদালতে বিচারাধীন বিষয় আদালতের অনুমতি ছাড়া NHRC তদন্ত করতে পারে না।

তৃতীয় স্তর — আর্থিক নিরীক্ষা

৩৪। ধারা ৩৬(২) অনুযায়ী মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বছর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করবেন। ধারা ৩৬(৩) অনুযায়ী মহা-হিসাব নিরীক্ষক কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্য বিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন। ধারা ৩৪ অনুযায়ী চেয়ারপার্সন ও কমিশনারদের বেতন-ভাতা সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় — এটি বাজেট কারসাজির সুযোগ বন্ধ করে।

চতুর্থ স্তর — জন-জবাবদিহি

৩৫। ধারা ১৬(১)(ড) অনুযায়ী অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত কমিশন তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। ধারা ২৪(৩) অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিলের সাত কার্যদিবসের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে উন্মুক্ত মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। ধারা ২৪(২) বলেছে, বার্ষিক প্রতিবেদনের সঙ্গে একটি পৃথক রেকর্ড থাকবে যেখানে কর্তৃপক্ষ কোনো ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা না নিলে সেই কারণ লিপিবদ্ধ থাকবে।

৩৬। এই চারটি স্তর মিলিয়ে যা দাঁড়ায় তা হলো — রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, মহা-হিসাব নিরীক্ষক এবং নাগরিক সমাজ — প্রত্যেকেই কমিশনের কাজের ওপর নজর রাখছেন। NHRC তদারকির বাইরে থাকবে না।

একটি ইতিবাচক প্রস্তাব - সংসদে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

৩৭। বর্তমান ধারা ২৪(১) বলেছে, বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির কাছে পেশ করতে হবে। **এর সঙ্গে সংসদেও প্রতিবেদন পেশ করার বিধান যুক্ত করা উচিত।** এই প্রস্তাবের ভিত্তি অধ্যাদেশের ভেতর থেকেই আসছে। ধারা ৭(১)(খ) বলেছে, বাছাই কমিটিতে জাতীয় সংসদের দুজন সংসদ-সদস্য থাকবেন — একজন সরকারি দল থেকে, একজন বিরোধী দল থেকে। সংসদ তাহলে কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশীদার, কিন্তু কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জানার আনুষ্ঠানিক সুযোগ নেই — এটি একটি কাঠামোগত অসম্পূর্ণতা।

৩৮। এই প্রস্তাব সরকারের নিজের স্বার্থেই। বর্তমানে কমিশনের সুপারিশ সরকার না মানলে সেটি ধারা ২৪(২)-এর রেকর্ডে থাকে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে যায়। কিন্তু সরকার কেন সুপারিশ মানেনি, কী পদক্ষেপ নিয়েছে, কোথায় বাধা ছিল — এসব ব্যাখ্যা করার জন্য সরকারের হাতে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মঞ্চ নেই। ফলে বাইরে থেকে শুধু দেখা যায় যে সরকার সুপারিশ উপেক্ষা করেছে এবং এটিই আন্তর্জাতিক সমালোচনার ভিত্তি হয়।

৩৯। সংসদীয় কমিটির সামনে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ হলে সরকার তার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারে। কোথায় সম্মতি ছিল, কোথায় সীমাবদ্ধতা ছিল, কী করা হয়েছে — এসব রেকর্ডে আসে। এটি সরকারকে দুর্বল করে না। এটি সরকারকে আন্তর্জাতিক সমালোচনার বিরুদ্ধে একটি প্রামাণিক রেকর্ড তৈরির সুযোগ দেয়।

৪০। অতএব তদারকিহীন না হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না বরং সংসদ যোগ করলে NHRC চার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পাঁচ স্তরের তদারকির অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪১। **এই কমিটির সামনে একটি স্পষ্ট সুযোগ আছে। শুধু একটি সিদ্ধান্ত — অধ্যাদেশটি দুটি ছোট সংশোধনসহ অক্ষুণ্ণ রেখে পাস করা।** If we don't do this, it will be correctly read as a retreat from human rights obligations by the BNP government in its very first month. This is not in our best interest.

References

"With over 600 stakeholders contributing to consultations, the drafting process of this ordinance has been unprecedented in its inclusivity... We welcome the ordinance as the most significant strengthening of the NHRC since its establishment..."

— Stefan Liller (UN Resident Coordinator a.i.), Ajit Singh (Canadian High Commissioner), Christian Brix Møller (Danish Ambassador), Boris van Bommel (Dutch Ambassador), and Håkon Arild Gulbrandsen (Norwegian Ambassador), 11 March 2026, Prothom Alo

"We recognize that you are assuming office at a time of great challenges... this is also a time for Bangladesh to play its part in promoting human rights not just at home but also abroad."

— Amnesty International, Human Rights Watch, Robert F Kennedy Human Rights Center et al. in Joint Letter to Prime Minister Tarique Rahman calling for the NHRC and ED Ordinances to be enacted into law, 12 March 2026, Human Rights Watch

"Any shortcomings can be addressed through future amendments. But making changes now risks losing the gains made in the ordinance."

— Dr Debapriya Bhattacharya, Distinguished Fellow, Centre for Policy Dialogue
11 March 2026, Citizen's Platform

"The ordinance should be enacted into law without any changes."

— Dr Iftekharuzzaman, Executive Director, Transparency International Bangladesh
09 March 2026, Dhaka Tribune